(একই নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

স্মারক নং-১৬.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০৯.২০.৬২

তারিখ: ১৫ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ / ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ কারণ দর্শানোর নোটিশ

যেহেতু ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পরিচালনাকারী হিসেবে সালওয়া ওভারসীজ (হজ লাইসেন্স নং-২৬৯), ৫৫/এ, পুরানা পল্টন, এইচ.এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ এর স্বত্বাধিকারী হিসেবে আপনি দায়িত্ব পালন করছেন; এবং

০২। যেহেতু বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ যাত্রী প্রেরণের বিষয়ে আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি এ বর্ণিত শর্তাদি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু আপনার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে facebook -এ নিম্নরূপ ০৪টি স্ট্যাটাস প্রদান করেছেন :

"ক) ইনশাল্লাহ ১৫ ই নভেম্বর এর মধ্যে আমাদের ওমরা ফ্লাইট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। ০১৭১১০১৪৭৫২,

খ) হাজী সাহেব গনের সেবাই আমাদের মুল উদেশ্য। (সালওয়া হজ্জ গ্রুপ বাংলামে) জি,এম, ০১৭১১০১৪৭৫২

গ) অফিস সাবলেট ভাড়া দেওয়া হবে, ৩১/১ পুরানা পল্টন ঢাকা, যোগাযোগ করুন, ০১৭১১০১৪৭৫২

ঘ) সেবাই আমরা এগিয়ে। সালওয়া হজ গ্রুপ বাংলাদেশ। চেয়ারম্যান মহোদয় মাওলানা আবু আম্মার আবদুল্লাহ।" এবং

০৪। যেহেতু বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে ওমরাহ কার্যক্রম গত ২৬.০২.২০২০ খ্রি. তারিখ হতে বন্ধ থাকা এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক কোন ওমরাহ এজেন্সিকে অনুমতি প্রদান করা না হলেও আপনি facebook -এ উল্লিখিত স্ট্যাটাস প্রদান করে জনগণের সাথে প্রতারণা করেছেন ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন যা জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির পরিপন্থী; এবং

০৫। যেহেতু এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের হতে টেলিফোনে আলাপকালে আপনার প্রতিষ্ঠানের জি এম জনাব হাজী হেলাল উদ্দীন জানান যে, সরকারের বাইরেও সৌদি আরবের সাথে তাদের যোগাযোগ রয়েছে এবং অন্য এজেন্সির মাধ্যমে ওমরাহ যাত্রীদের প্রেরণ করা হবে যা পুনরায় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির পরিপন্থী; এবং

০৬। যেহেতু আপনি গত ২০১৪ সালে সালওয়া ওভারসীজ (ওমরাহ লাইসেন্স নং-৩৫৭) মন্ত্রণালয়ে সমর্পণ করে জামানতের অর্থ ফেরত নিয়েছেন। তথাপিও ওমরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে facebook এ বিভ্রান্তিকর স্ট্যাটাস দিয়ে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন; এবং

০৭। যেহেতু আপনার এ ধরণের কার্যক্রমের ফলে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.১ এ বর্ণিত শাস্তির কারণসমূহ বিদ্যমান;

০৮। সেহেতু জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি ২০১৯ এর ২৪.২ অনুযায়ী আপনার পরিচালিত সালওয়া ওভারসীজ (হজ লাইসেন্স নং-২৬৯) এর বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব আগামী ০৩ (তিন) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে/ই-মেইল (morahajsection@gmail.com) এ প্রেরণ করা জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০১.১০.২০২০

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৮৪৩২২
e-mail: morahajsection@gmail.com

জনাব আবু আম্মার আব্দুল্লাহ
স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপক
সালওয়া ওভারসীজ (হজ লাইসেন্স নং-২৬৯)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, এইচ.এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০

স্মারক নং- ১৬.০০.০০০০.০২২.৩৩.০০৯.২০.৬২/১ (১০) তারিখ: ৩০.০৯.২০২০ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব।
৫. পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা।
৬. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. সিস্টেমস এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৮. সভাপতি/মহাসচিব, হজ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব), সাত্তারা সেন্টার, নয়াপল্টন, ঢাকা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা (নোটিশটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০. অফিস কপি।

০১.১০.২০২০

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
সিনিয়র সহকারী সচিব